

## পঞ্চম ভাগ

### আইন সভা

#### ১ম পরিচ্ছেদ— সংসদ

৬৫। (১) “জাতীয় সংসদ” নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইনপ্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে;

সংসদ-প্রতিষ্ঠা

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন-দ্বারা যে কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে আদেশ, নির্দিষ্ট, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্মত অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন হইতে এই দফার কোন কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিবে না।

(২) একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকাসমূহ হইতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনানুযায়ী নির্বাচিত তিন শত সদস্য নইয়া এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার কার্যকরতাকালে উক্ত দফায় বর্ণিত সদস্য-দ্বয়কে নইয়া সংসদ গঠিত হইবে; সদস্যগণ সংসদ-সদস্য বলিয়া অভিহিত হইবেন।

(৩) এই সংবিধান-প্রবর্তন হইতে দশ বৎসরকাল অভিযাহিত হইবার অব্যবহিত পরবর্তীকালে সংসদ ভাঙিয়া না মাওয়া পর্যন্ত পনরটি আসন কেবল মহিলা-সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে এবং তাঁহারা আইনানুযায়ী পূর্বোক্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার কোন কিছুই এই অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন কোন আসনে কোন মহিলার নির্বাচন নিবৃত্ত করিবে না।

(৪) রাষ্ট্রপতিতে সংসদের আসন থাকিবে।

৬৬। (১) কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে এবং তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর পূর্ণ হইলে এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত বিধান-সাপেক্ষে তিনি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন।

সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(২) কোন ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইবার এবং সংসদ-সদস্য থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি

- (ক) কোন উপযুক্ত আদানত তাঁহাকে অপ্রতীক্ষিত বিনিমায় ঘোষণা করেন ;
- (খ) তিনি ছেউনিয়া ঘোষণিত হইবার পর দাম হইতে অব্যাহতি লাভ না করিয়া থাকেন ;
- (গ) তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নামনিকল্প অর্জন করেন কিংবা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন ;
- (ঘ) তিনি নৈতিক সন্মানজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যান্য দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তাঁহার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে ;
- (ঙ) তিনি ১৯৭২ সালের বাহাদুরশাহ মোহাম্মদ-স্বাক্ষরকারী (বিশ্বাস-দ্রুহি-ব্রুনাং) আদেশের অধীন যে কোন অপরাধে জন্ম দণ্ডিত হইয়া থাকেন ;
- (চ) আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য ঘোষণা করিতেছে না, এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন ; অথবা
- (ছ) তিনি কোন আইনের দ্বারা বা অধীন অনুসঙ্গ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য হন ।

(৩) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্যসামিনকল্পে কোন ব্যক্তি কেবল মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হইবার কারণে প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত বিনিমায় গণ্য হইবেন না ।

(৪) কোন সংসদ-সদস্য তাঁহার নির্বাচনের পর এই অনুচ্ছেদের (২) দফায় বর্ণিত অযোগ্যতার অধীন হইয়াছেন কি না কিংবা এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ-অনুসারে কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য হইবে কি না, সে সম্বন্ধে কোন বিতর্ক দেখা দিলে শুনারী ও নিষ্পত্তির জন্য প্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের নিকটে প্রেরিত হইবে এবং অনুসঙ্গ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে ।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার বিধানাবলী গ্রাহ্যে পূর্ণ কার্যকরতা লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচন কমিশনকে ক্ষমতাদানের জন্য



সংসদ মেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, আইনের দ্বারা  
সেইরূপ বিধান করিতে পারিবেন।

৬৭। (১) কোন সংসদ-সদস্যের আসন শূন্য  
হইবে, যদি

সদস্যদের আসন  
শূন্য হওয়া

(ক) তাঁহার নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম  
বৈঠকের তারিখ হইতে নব্বই দিনের  
মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত  
শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথ-  
পত্র বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিতে  
অসমর্থ হন;

অথবা  
অতীত হইবার দুই সপ্তাহের মধ্যে  
কারণে তাহা বর্জিত করিতে পারিবেন;

(খ) সংসদের অনুমতি না লইয়া তিনি  
একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক-দিবস অনু-  
পস্থিত থাকেন;

(গ) সংসদ ডাঙ্কিয়া যায়;

(ঘ) তিনি এই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের  
(২) দফার অধীন অযোগ্য হইয়া  
যান; অথবা

(ঙ) এই সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত  
পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

(২) কোন সংসদ-সদস্য সীকারের নিকট  
স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয়া পদ ত্যাগ করিতে পারিবেন,  
এবং সীকার- কিংবা সীকারের পদ শূন্য থাকিলে  
বা অন্য কোন কারণে সীকার স্বীয়া দায়িত্বসামনে  
অসমর্থ হইলে তেলুটি সীকার- মখন উক্ত পত্র  
প্রাপ্ত হন, তখন হইতে উক্ত সদস্যের আসন শূন্য  
হইবে।

৬৮। সংসদের আইন-দ্বারা কিংবা অনুরূপভাবে  
নির্ধারিত না হওয়া পযুক্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের  
দ্বারা মেরূপ নির্ধারিত হইবে, সংসদ-সদস্যগণ সেইরূপ  
বেতন, ভাতা ও বিশেষ-অধিকার লাভ করিবেন।

সংসদ-সদস্যদের  
বেতন প্রভৃতি

৬৯। কোন ব্যক্তি এই সংবিধানের বিধান-  
অনুযায়ী শপথগ্রহণ বা ঘোষণা করিবার এবং  
শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদান করিবার  
পূর্বে কিংবা তিনি সংসদ-সদস্য হইবার যোগ্য নহেন বা

শপথগ্রহণের পূর্বে  
আসনগ্রহণ বা  
ভোটদান করিলে  
সদস্যের অধিকৃত



অযোগ্য হইয়াছেন জানিয়া সংসদ-সদস্যরূপে আসন-গ্রহণ বা ভোটদান করিলে তিনি প্রতি দিল্লির অনুরূপ কার্যের জন্য প্রজাতন্ত্রের নিকটে দোষ দিবারে উদ্বুদ্ধ-মোগ্য এক হাজার টাকা করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

৭০। কোন নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থিক্রমে মনোনীত হইয়া কোন ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি

- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, অথবা
- (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন,

তাহা হইলে সংসদ তাঁহার আসন শূন্য হইবে, তবে তিনি সেই কারণে পরবর্তী কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য হইবার অযোগ্য হইবেন না।

রাজনৈতিক দল  
হইতে পদত্যাগ বা  
দলের বিপক্ষে  
ভোটদানের কারণে  
আসন শূন্য হইয়া

৭১। (১) কোন ব্যক্তি একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য হইবেন না।

(২) কোন ব্যক্তির একই সময়ে দুই বা ততোধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচনপ্রার্থী হওয়ায় এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় বর্ণিত কোন কিছুই প্রতি-বন্ধকতা সৃষ্টি করিবে না, তবে তিনি যদি একাধিক নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হন তাহা হইলে

- (ক) তাঁহার সর্বশেষ নির্বাচনের দ্বিশ দিনের মধ্যে তিনি কোন নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাহা জ্ঞাপন করিয়া নির্বাচন কমিশনকে একটি স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা প্রদান করিবেন এবং তিনি অন্য যে সকল নির্বাচনী এলাকা হইতে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, অতঃপর সেই সকল এলাকার আসন-সমূহ শূন্য হইবে;
- (খ) এই দফার (ক) উপ-দফা মান্য করিতে অসমর্থ হইলে তিনি যে সকল আসনে নির্বাচিত হইয়াছিলেন, সেই সকল আসন শূন্য হইবে; এবং
- (গ) এই দফার উপরি-উক্ত বিধানসমূহ মতামানি প্রযোজ্য, ততামানি শানন না করা পর্যন্ত নির্বাচিত ব্যক্তি সংসদ-সদস্যরূপে আসনগ্রহণ বা ঘোষণা করিতে ও শপথ

দ্বৈত-সদস্যগণ  
নাহি



পক্ষে বা ঘোষণাপত্র জ্ঞানদান করিতে পারিবেন না।

৭২। (১) সরকারী বিজ্ঞপ্তি-দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, সুমিত ও তফাৎ করিবেন এবং সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি প্রথম বৈঠকের সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

সংসদের অধিবেশন

তবে শর্ত থাকে যে, সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সাত দিনের অতিরিক্ত বিরতি থাকিবে না।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও সংসদ-সদস্যদের যে কোন সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হইবার দশ দিনের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতি পূর্বে ভাষিমা না দিয়া থাকিলে প্রথম বৈঠকের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অতিরিক্ত হইলে সংসদ ভাষিমা মাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, প্রজাতন্ত্র মুদ্রা নিষ্পত্তি থাকিবার কালে সংসদের আইন-দ্বারা অনুসূচক মৈয়াদ এককালে অনৈতিক এক বৎসর বর্ধিত করা মাইতে পারিবে, তবে মুদ্রা সমাপ্ত হইলে বর্ধিত মৈয়াদ কোনক্রমে ছয় মাসের অধিক হইবে না।

(৪) সংসদ তফাৎ হইবার পর এবং সংসদের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে রাষ্ট্রপতির নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীক্ষমান হয় যে, প্রজাতন্ত্র জ মুদ্রা নিষ্পত্তি রহিয়াছেন, সেই মুদ্রাবন্ধুর বিদ্যমানতার জন্য সংসদ পুনরাহ্বান করা প্রয়োজন, তাহা হইলে যে সংসদ ভাষিমা দেওয়া হইয়াছিল, রাষ্ট্রপতি তাহা আহ্বান করিবেন।

(৫) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার বিধানাবলী-সাধারণে কামপ্রধানী-বিধি দ্বারা বা অন্যভাবে সংসদ মৈয়াদ নির্ধারণ করিবেন, সংসদের ঐকমতীয় মৈয়াদ-রূপ সময়ে ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

৭৩। (১) রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান এবং বাণী প্রেরণ করিতে পারিবেন।

সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও বাণী

(২) সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বৎসর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি সংসদে ভাষণ দান করিবেন।

(৩) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ প্রদান বা



প্রেরিত বানী প্রাপ্তির পর সংসদ উক্ত জামান বা  
বানী সম্মুখে আলোচনা করিবেন।

৭৪। (১) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের  
প্রথম বৈঠকে সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে সংসদ  
একজন স্পীকার ও একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত  
করিবেন, এবং এই দুই সদস্যের যে কোনটি শূন্য  
হইলে তাত্ক্ষণিক মধ্য কিংবা ঐ সময়ে সংসদ  
বৈঠকরত না থাকিলে পরবর্তী প্রথম বৈঠকে তাহা  
পূর্ণ করিবার জন্য সংসদ-সদস্যদের মধ্য হইতে  
একজনকে নির্বাচিত করিবেন।

স্পীকার ও ডেপুটি  
স্পীকার

(২) স্পীকার বা ডেপুটি স্পীকারের পদ শূন্য  
হইবে, যদি

- (ক) তিনি সংসদ-সদস্য না থাকেন;
- (খ) তিনি মন্ত্রীপদ গ্রহণ করেন;
- (গ) পদ হইতে তাহার অপসারণ দাবী করিয়া  
মোট সংসদ-সদস্যের সংখ্যামরিষ্ঠ ভোটে  
সম্মতি কোন প্রস্তাব (প্রস্তাবটি উত্থা-  
পনের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিয়া অন্ত্য  
চৌদ্দ দিনের নোটিশ প্রদানের পর)  
সংসদে গৃহীত হয়;
- (ঘ) তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্র  
মোদন তাহার পদ ত্যাগ করেন;
- (ঙ) কোন সাধারণ নির্বাচনের পর অন্য কোন  
সদস্য তাহার কার্যভার গ্রহণ করেন;  
অথবা
- (চ) ডেপুটি স্পীকারের ক্ষেত্রে, তিনি স্পীকারের  
পদে মোদন করেন।

(৩) স্পীকারের পদ শূন্য হইলে বা তিনি  
রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপালনে রত থাকিলে কিংবা অন্য  
কোন কারণে তিনি স্বীকৃত দায়িত্বপালনে অঙ্গমর্গ  
বলিয়া সংসদ নির্ধারণ করিলে স্পীকারের সকল  
দায়িত্ব ডেপুটি স্পীকার পালন করিবেন, কিংবা  
ডেপুটি স্পীকারের পদও শূন্য হইলে সংসদের কার্য-  
প্রণালীবিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য তাহা  
পালন করিবেন; এবং সংসদের কোন বৈঠকে  
স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার কিংবা  
ডেপুটি স্পীকারও অনুপস্থিত থাকিলে সংসদের  
কার্যপ্রণালী-বিধি-অনুযায়ী কোন সংসদ-সদস্য  
স্পীকারের দায়িত্ব পালন করিবেন।



(৪) সংসদের কোন বৈঠকে স্মীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনা-কালে স্মীকার (কিংবা ডেপুটি স্মীকারকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব বিবেচনা-কালে ডেপুটি স্মীকার) উপস্থিত থাকিলেও সভাপতিত্ব করিবেন না এবং এই অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রমত স্মীকার বা ডেপুটি স্মীকারের অনুষঙ্গিত-কালীন বৈঠক সম্বন্ধে প্রযোজ্য বিধানাবলী অনুরূপ প্রত্যেক বৈঠকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) স্মীকার বা ডেপুটি স্মীকারের অপসারণের জন্য কোন প্রস্তাব সংসদে বিবেচিত হইবার কালে ক্ষেত্রমত স্মীকার বা ডেপুটি স্মীকারের কক্ষা বন্দিবার ও সংসদের কার্যসিয়ারায় অন্যভাবে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে এবং তিনি কেবল সন্দেহাত্মক ভোটদানের অধিকারী হইবেন।

(৬) এই অনুচ্ছেদের (২) দফার বিধানাবলী সত্ত্বেও ক্ষেত্রমত স্মীকার বা ডেপুটি স্মীকার তাঁহার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্থায়ী পদে বহাল রহিয়াছেন বনিয়া গণ্য হইবে।

৭৫। (৩) এই সংবিধান-প্রাপ্তক্ষেত্রে

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা এবং অনুরূপ বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত কার্যপ্রণালী-বিধি দ্বারা সংসদের কার্য প্রণালী নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(খ) উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তবে সমসংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে ব্যতীত সভাপতি ভোটদান করিবেন না এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে তিনি নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিবেন;

(গ) সংসদের কোন সদস্যপদ শূন্য রহিয়াছে, কেবল এই কারণে কিংবা সংসদে উপস্থিত হইবার বা ভোটদানের বা অন্য কোন উপায়ে কার্যসিয়ারায় অংশগ্রহণের অধিকার না থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অনুরূপ কার্য করিয়াছেন, কেবল এই কারণে সংসদের কোন কার্যসিয়ারা অবৈধ হইবে না।

কার্যপ্রণালী-বিধি,  
কোরাম প্রভৃতি



(২) সংসদের বৈঠক চলাকালে কোন সময়ে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা সাড়ে কয় বনিয়া যদি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, তাহা হইলে তিনি অন্যান্য সাটে জুন সদস্য উপস্থিত না হওয়া সম্বন্ধে বৈঠক স্থগিত রাখিবেন কিংবা মূলতবী করিবেন।

৭৬। (১) সংসদের প্রত্যেক অধিবেশনের প্রথমে বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য হইতে সদস্য নইয়া সংসদ নিম্নলিখিত স্থায়ী কমিটিসমূহ নিয়োগ করিবেন :

সংসদের স্থায়ী  
কমিটিসমূহ

- (ক) সরকারী হিজাব কমিটি ;
- (খ) বিশেষ-অধিকার কমিটি ; এবং
- (গ) সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধিতে নির্দিষ্ট অগুন্য স্থায়ী কমিটি ।

(২) সংসদ এই অনুচ্ছেদের (১) দফায় উল্লিখিত কমিটিসমূহের অতিরিক্ত অন্যান্য স্থায়ী কমিটি নিয়োগ করিবেন এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত কোন কমিটি এই সংবিধান ও অন্য কোন আইন-সংশোধন

- (ক) ধর্মভা বিল ও অন্যান্য আইন-সংশোধন প্রস্তাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন ;
- (খ) আইনের বলবৎকরণ পর্যালোচনা এবং অনুরূপ বলবৎকরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করিতে পারিবেন ;
- (গ) জুনগুরুত্বসম্পন্ন বনিয়া সংসদ কোন বিষয় সম্বন্ধে কমিটিকে অবহিত করিলে সেই বিষয়ে কোন মন্তব্যের কার্য বা প্রশাসন সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা তদন্ত করিতে পারিবেন এবং কোন মন্তব্যের নিকটে হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহের এবং প্রশ্নাদির মৌখিক বা লিখিত উত্তরলাভের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ;
- (ঘ) সংসদ কর্তৃক অপিত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ।

(৩) সংসদ আইনের দ্বারা এই অনুচ্ছেদের অধীন নিযুক্ত কমিটিসমূহকে

- (ক) সাক্ষীদের হাজিরা বলবৎ করিবার এবং শপথ, ঘোষণা বা অন্য কোন উপায়ের অধীন করিয়া তাহাদের সাক্ষ্যগ্রহণের,



(খ) মন্বিলম্বত 'দাখিল' করিতে বাধ্য করিবার  
ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৭৭। (১) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়ালয়ের পদ  
প্রতিষ্ঠার জন্য বিধান করিতে পারিবেন।

ন্যায়ালয়

(২) সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়ালয়কে কোন  
মন্ত্রণালয়, সরকারী কর্মচারী বা মহাবিদ্যালয় সরকারী  
কর্তৃপক্ষের যে কোন কর্ম সম্বন্ধে তদন্ত পরিচালনার  
ক্ষমতাসহ যেকোন ক্ষমতা কিংবা যেকোন দায়িত্ব প্রদান  
করিবেন, ন্যায়ালয় যেরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব  
পালন করিবেন।

(৩) ন্যায়ালয় জাহার দায়িত্বপালন সম্বন্ধে  
বার্ষিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবেন এবং অনুসূচ  
রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

৭৮। (১) সংসদের কার্যসিয়ার বৈধতা সম্বন্ধে  
কোন আদালতে প্রশ্ন উপস্থাপন করা যাইবে না।

সংসদ ও সদস্যদের  
বিশেষ-অধিকার ও  
দায়িত্ব

(২) সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর  
সংসদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ, কার্যনির্বাহন বা  
শৃঙ্খলাবৃদ্ধির ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, তিনি এই সকল  
প্রশ্নোত্তর-সম্বন্ধে কোন ব্যাপারে কোন আদালতে  
এখতিয়ারের অধীন হইবেন না।

(৩) সংসদে বা সংসদের কোন কমিটিতে কিছু  
বলার বা ভোটদানের জন্য কোন সংসদ-সদস্যের বিরুদ্ধে  
কোন আদালতে কার্যসিয়ার গ্রহণ করা যাইবে না।

(৪) সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃক কোন  
রিপোর্ট, কামরুপত্র, ভোট বা কার্যসিয়ার প্রকাশের  
জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন  
কার্যসিয়ার গ্রহণ করা যাইবে না।

(৫) এই অনুচ্ছেদ-সাপেক্ষে সংসদের আইন-  
দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং  
সংসদ-সদস্যদের বিশেষ-অধিকার নির্ধারণ করা  
যাইতে পারিবে।

৭৯। (১) সংসদের নিজস্ব সচিবালয় থাকিবে।

সংসদ-সচিবালয়

(২) সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ  
ও কর্মের শর্তসমূহ সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারিত  
করিতে পারিবেন।

(৩) সংসদ কর্তৃক বিধান প্রণীত বা হওয়া  
সমস্ত সীকারের সহিত পরামর্শক্রমে কাগজপত্র



সংসদের সচিবালয়ে কর্মচারীদের নিয়োগ ও কর্মের শর্তসমূহ নির্ধারণ করিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন এবং অনুরূপভাবে প্রণীত বিধিসমূহ যে কোন আইনের বিধান-সাম্পর্ক কার্যকর হইবে।

## ২য় পরিচ্ছেদ— আইনপ্রণয়ন ও অর্থ-সংক্রান্ত পদ্ধতি

৮০। (১) আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংসদে আনীত আইনপ্রণয়ন-পদ্ধতি প্রত্যেকটি প্রস্তাব বিল-আকারে উপস্থাপিত হইবে।

(২) সংসদ কর্তৃক কোন বিল গৃহীত হইলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকটে পেশ করা হইবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির নিকটে কোন বিল পেশ করিবার পর পনের দিনের মধ্যে তিনি তাহাতে সম্মতিদান করিবেন কিংবা অর্থবিল স্বীকৃত অন্য কোন বিলের ক্ষেত্রে বিলটি বা তাহার কোন বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোন সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধ প্রদান করিয়া একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরৎ দিতে পারিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসম্মত হইলে উক্ত মেম্বারদের অবস্থানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি অনুরূপভাবে সংসদে ফেরৎ পাঠান, তাহা হইলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ তাহা পুনর্বিবেচনা করিবেন; এবং সংশোধনী-সহ বা সংশোধনী ব্যতিরেকে সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করিলে সম্মতির জন্য তাহা রাষ্ট্রপতির নিকটে উপস্থাপিত হইবে এবং অনুরূপ উপস্থাপনের সাত দিনের মধ্যে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিবেন; এবং রাষ্ট্রপতি তাহা করিতে অসম্মত হইলে উক্ত মেম্বারদের অবস্থানে তিনি বিলটিতে সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি সম্মতিদান করিলে বা তিনি সম্মতিদান করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইলে তাহা আইনে পরিণত হইবে এবং সংসদের আইন বলিয়া অভিহিত হইবে।

৮১। (১) এই ভাষে "অর্থবিল" বলিতে কেবল অর্থবিল নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সকল বা যে কোন একটি



সম্বন্ধিত বিধানাবলী-সংবলিত বিন বুম্বাইয়ে :

- (ক) কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণ;
- (খ) সরকার কর্তৃক খনপ্রহন বা কোন গ্যারান্টি দান, কিংবা সরকারের আর্থিক দায়-দায়িত্ব সম্বন্ধিত আইন সংশোধন;
- (গ) সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ, অনুদান তহবিলে অর্থদান বা অনুদান তহবিল হইতে অর্থ দান বা নির্দিষ্টকরণ;
- (ঘ) সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় আরোপ কিংবা অনুদান কোন দায় রদবদল বা বিলোপ;
- (ঙ) সংযুক্ত তহবিল বা প্রকৃতক্রেত সরকারি হিসাব ব্যবস্থার অর্থপ্রাপ্তি, কিংবা অনুদান অর্থ রক্ষণাবেক্ষণ বা দান, কিংবা সরকারের হিসাব-নিরীক্ষা;
- (চ) উপরি-উক্ত উপ-দফাসমূহে নির্ধারিত যে কোন বিষয়ের অধীন কোন আনুষঙ্গিক বিষয়।

(২) কোন জরিমানা বা অন্য অর্থদণ্ড আরোপ বা রদবদল, কিংবা লাইসেন্স-ফি বা কোন কার্যের জন্য ফি বা উমুল আরোপ বা প্রদান কিংবা স্থানীয় উদ্দেশ্যসামর্থনকাল কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন কর আরোপ, নিয়ন্ত্রণ, রদবদল, মওকুফ বা রহিতকরণের বিধান করা হইয়াছে, কেবল এই কারণে কোন বিন অর্থবিল বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) রাষ্ট্রপতির সম্বন্ধিত জন্য তাহার নিকট পেশ করিবার সময়ে প্রত্যেক অর্থবিল জীকারের মাফ্রে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট থাকিবে যে, তাহা একটি অর্থবিল, এবং অনুদান সার্টিফিকেট সকল বিষয়ে চূড়ান্ত হইবে এবং সেই সম্বন্ধে কোন আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

৬২। সরকারী অর্থব্যয়ের প্রস্থ জমিত হইয়াছে, এমন কোন অর্থবিল বা বিন রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যাইবে না;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন কর বা বিলোপ বিধান-সংবলিত কোন সংশোধনীয় উত্থাপনের জন্য এই অনুচ্ছেদের অধীন সুপারিশের প্রয়োজন হইবে না।

আর্থিক ব্যবস্থাবলীর  
সুপারিশ



৮৩। সংসদের কোন আইনের দ্বারা বা কর্তৃক ব্যক্তি কখন কর আদায় বা সংগ্রহ করা যাবে না।

সংসদের আইন প্রণয়ন করায় কোন বাধা

৮৪। (১) সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল রাজস্ব, সরকার কর্তৃক সংগৃহীত সকল ঋণ এবং কোন ঋণপত্রের হইতে সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সকল অর্থ একটি মাত্র তহবিলের অংশে পরিণত হইবে এবং অত্র “সংযুক্ত তহবিল” নামে অভিহিত হইবে।

সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাব

(২) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল সরকারী অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে।

৮৫। সরকারী অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ, প্রয়োগ সংযুক্ত তহবিলে অর্থপ্রদান বা তাহা হইতে অর্থ প্রত্যাহার কিংবা প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে অর্থ প্রদান বা তাহা হইতে অর্থপ্রত্যাহার এবং উপরি-উক্ত বিষয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট বা আনুষঙ্গিক সকল বিষয় সংসদের আইন-দ্বারা এবং অনুরূপ আইনের বিধান না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

সরকারী অর্থের নিয়ন্ত্রণ

৮৬। প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে জমা হইবে-

প্রজাতন্ত্রের সরকারী হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ

(ক) রাজস্ব কিংবা এই সংবিধানের ৮৪ অনুচ্ছেদের (১) দফার কারণে মেরুপ অর্থ সংযুক্ত তহবিলের অংশে পরিণত হইবে, তাহা ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত কিংবা প্রজাতন্ত্রের বিষয়াবলীর সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রাপ্ত বা ব্যক্তির নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ; অথবা

(খ) যে কোন মোকদ্দমা, বিষয়, হিসাব বা ব্যক্তি বাবদ যে কোন আদানত কর্তৃক প্রাপ্ত বা আদানতের নিকট জমা রহিয়াছে, এইরূপ সকল অর্থ।

৮৭। (১) প্রত্যেক অর্থ-বৎসর সম্বন্ধে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের অনুমিত আয় ও ব্যয়-সংবলিত একটি বিবৃতি (এই ভাণ্ডে “বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি” নামে অভিহিত) সংসদে উপস্থাপিত হইবে।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে মূল্যক পৃথকভাবে



(ক) এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত বন্টি ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, এবং  
(খ) সংযুক্ত তহবিল হইতে ব্যয় করা হইবে, এইরূপ প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয়-নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ  
প্রদর্শিত হইবে এবং অন্যান্য ব্যয় হইতে রাজস্বস্বত্বের ব্যয় গ্রহণ করিয়া প্রদর্শিত হইবে।

৮৮। সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয় নিম্নরূপ হইবে :

সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়

- (ক) রাষ্ট্রপতিকে দেয়া পারিশ্রমিক ও তাঁহার দপ্তর-অংশিষ্ট অন্যান্য ব্যয় ;
- (খ) (অ) স্মীকার ও ডেপুটি স্মীকার,  
(আ) সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ,  
(ই) মহা হিমা-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক,  
(ঈ) নির্বাচন কমিশনারগণ,  
(উ) সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যদিগকে দেয়া পারিশ্রমিক ;
- (গ) সংসদ, সুপ্রীম কোর্ট, মহা হিমা-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, নির্বাচন কমিশন এবং সরকারী কর্ম কমিশনের কর্মচারী-দিগকে দেয়া পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় ;
- (ঘ) মুদ্রা, পরিষেবা-তহবিলের দায়, মুনব্বন পরিষেবা বা তাহার ক্রম-পরিষেবা এবং স্বনামগ্রহ-ব্যপদেশে ও সংযুক্ত তহবিলের জামানতে গ্রহীত স্বনের মোচন-সংক্রান্ত অন্যান্য ব্যয়সহ সরকারের স্বনাম-সংক্রান্ত সকল দেনার দায় ;
- (ঙ) কোন আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা রোয়েদাদ কার্যকর করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিচালনা অর্থ; এবং
- (চ) এই সংবিধান বা সংসদের আইন-দ্বারা অনুমোদিত দায়মুক্ত বন্টিয়া যোষিত অন্য যে কোন ব্যয়।

৮৯। (১) সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয় সম্মন্ধিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সংসদে আন্দোচনা করা হইবে, কিন্তু তাহা ভোটার আভ্যন্তরীণ হইবে না।

বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি  
সম্মন্ধিত পদ্ধতি

(২) অন্যান্য ব্যয়-সম্মন্ধিত বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির অংশ মঞ্জুরীদাবীর আকারে সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং কোন মঞ্জুরী-দাবীতে সম্মতিদানের বা সম্মতিদানে অস্বীকৃতির কিংবা মঞ্জুরী-দাবীতে নির্ধারিত অর্থ হ্রাস-সাপেক্ষে তাহাতে সম্মতিদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(৩) রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোন মঞ্জুরী দাবী করা যাইবে না।

৯০। (১) সংসদ কর্তৃক এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদের অধীন মঞ্জুরী-দানের পর সংযুক্ত তহবিল হইতে নিম্নলিখিত ব্যয়নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল অর্থ নির্দিষ্টকরণের বিধান-সংবলিত একটি বিল মধ্যস্বীয় সংসদে উপস্থাপন করা হইবে :

নির্দিষ্টকরণ আইন

(ক) সংসদ কর্তৃক প্রদত্ত অনুসূচ মঞ্জুরী;  
এবং

(খ) সংসদে উপস্থাপিত বিবৃতিতে প্রদর্শিত অর্থের অনধিক সংযুক্ত তহবিলের দায়মুক্ত ব্যয়।

(২) অনুসূচ কোন বিল সম্মর্কে সংসদে এমন কোন সংশোধনীর প্রস্তাব করা হইবে না, যাহার ফলে অনুসূচভাবে প্রদত্ত কোন মঞ্জুরীর পরিমাণ বা উদ্দেশ্য কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়মুক্ত ব্যয়ের পরিমাণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

(৩) এই সংবিধানের বিধানাবলী-সাপেক্ষে সংযুক্ত তহবিল হইতে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলী-অনুমায়ী গৃহীত আইনের দ্বারা নির্দিষ্টকরণ ব্যতীত কোন অর্থ প্রত্যাহার করা হইবে না।

৯১। কোন অর্থ-বৎসর প্রস্তাৱ যদি দেয়া যায় যে,

সম্পূর্ণ ও অতিরিক্ত  
মঞ্জুরী

(ক) চানিত অর্থ-বৎসরে নির্দিষ্ট কোন কর্মবিভাগের জন্য অনুমোদিত ব্যয় অপূর্ণ হইয়াছে কিংবা ঐ বৎসরে



- বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, এমন কোন নূতন কর্ম-বিভাগের জন্য ব্যয়নির্বাহের অর্থ-জরীয়া দেয়া দিয়াছে, অথবা
- (খ) কোন অর্থবৎসরে কোন কর্মবিভাগের জন্য মঞ্জুরীকৃত অর্থের অতিরিক্ত অর্থ ঐ বৎসরে উক্ত কর্মবিভাগের জন্য ব্যয়িত হইয়াছে,

তাহা হইলে এই সংবিধানের দ্বারা বা অধীন সংযুক্ত তহবিলের উপর ইহাকে দায়মুক্ত করা হউক বা না হউক, সংযুক্ত তহবিল হইতে এই ব্যয়নির্বাহের কর্তৃক প্রদান করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকিবে এবং রাষ্ট্রপতি ক্ষেত্রমত এই ব্যয়ের অনুমিত পরিমাণ-সংবলিত একটি সম্মুখক আর্থিক বিবৃতি কিংবা অতিরিক্ত ব্যয়ের পরিমাণ-সংবলিত একটি অতিরিক্ত আর্থিক বিবৃতি সংসদে উপস্থাপনের ব্যবস্থা করিলে এবং বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির ন্যায় উপরি-উক্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয় উপযোগীকরণসহ) এই সংবিধান ৮৭ হইতে ৯০ পর্যন্ত অনুচ্ছেদসমূহ প্রযোজ্য হইবে।

৯২। (১) এই পরিচ্ছেদের উপরি-উক্ত বিধানমণিতে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও

- (ক) মঞ্জুরীর উপর ভোটদান সম্বন্ধে এই সংবিধানের ৮৯ অনুচ্ছেদে নির্ধারিত পদ্ধতি সম্বন্ধে না হওয়া পর্যন্ত এবং ঐ ব্যয় সম্বন্ধিত ৯০ অনুচ্ছেদের বিধান-অনুমায়ী আইন গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত কোন অর্থ-বৎসরের কোন অংশের জন্য অনুমিত ব্যয়ের অগ্রিম মঞ্জুরী-দানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;
- (খ) কোন কার্যের বিশালতা বা অনিদিষ্ট বৈশিষ্ট্যের জন্য বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে সাধারণভাবে প্রদত্ত বিদ্যমান বৃত্তান্তের সহিত অনুরূপ কার্য-সংক্রান্ত ব্যয়দায়ী নির্ধারিত করা সম্ভব না হইলে প্রকৃত্তের সমন্বয় হইতে অনুরূপ অপ্রমাণিত ব্যয়নির্বাহের জন্য মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে;
- (গ) কোন অর্থবৎসরের চলিত ব্যয়ের অংশ নয়, এইরূপ ব্যতিক্রমী মঞ্জুরীদানের ক্ষমতা

হিসাব, খবর প্রভৃতির উপর প্রযোজ্য



সংসদের থাকিবে ;

এবং যে উদ্দেশ্যে অনুরূপ মঞ্জুরীদান করা হইয়াছে, তাহা সাধনকল্পে সংযুক্ত তাহবিন হইতে আইনের দ্বারা অর্থ প্রত্যাহারের কর্তৃত্বপ্রদানের ক্ষমতা সংসদের থাকিবে।

(২) বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে উল্লিখিত কোন ব্যয়-সম্বন্ধিত মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং অনুরূপ ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে সংযুক্ত তাহবিন হইতে অর্থ নির্দিষ্টকরণের কর্তৃত্ব প্রদানের জন্য প্রণীতব্য আইনের ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৮২ ও ৯০ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী যেক্ষেপে সক্রিয় হইবে, বর্তমান অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন কোন মঞ্জুরীদানের ক্ষেত্রে এবং ঐ দফার অধীন প্রণীতব্য কোন আইনের ক্ষেত্রেও উক্ত অনুচ্ছেদসমূহ সমভাবে কার্যকর হইবে।

### ৩য় পরিচ্ছেদ— অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা

৯৩। (১) সংসদের অবিবেশনকাল ব্যতীত কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট আশ্রয় ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেক্ষেপ প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিবেন, সেইরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন এবং জারী হইবার সময় হইতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে ;

অধ্যাদেশপ্রণয়ন-ক্ষমতা

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন কোন অধ্যাদেশে এমন কোন বিধান করা হইবে না,

- (ক) যাহা এই সংবিধানের অধীন সংসদের আইন-দ্বারা আইনসম্বলভাবে করা যায় না ;
- (খ) যাহাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তিত বা রহিত হইয়া যায়; অথবা
- (গ) যাহার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের যে কোন বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়।

(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তাহা উপস্থাপিত হইবে এবং ইতঃপূর্বে



বাতিশ না হইয়া থাকিলে অধ্যাদেশটি অনুসরণভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হইলে কিংবা অনুসরণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে তাহা অনুমোদন করিয়া সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হইলে অধ্যাদেশটির কার্যকরতা লোপ পাইবে।

(৩) সংসদ ভাঙিয়া যাওয়া অবস্থায় কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট ব্যবস্থাপনাকর্তার অন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে বনিয়া মতামতজনকভাবে প্রতীক্ষমান হইলে তিনি এমন অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবেন, যাহাতে সংবিধান-দ্বারা সংযুক্ত তহবিলের উপর কোন ব্যয় দায়মুক্ত হউক বা না হউক, উক্ত তহবিল হইতে সেইরূপ ব্যয়নির্বাহের কর্তৃক প্রদান করা যাইবে এবং অনুসরণভাবে প্রণীত কোন অধ্যাদেশ জারী হইবার সময় হইতে তাহা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হইবে।

(৪) এই অনুচ্ছেদের (৩) দফার অধীন জারীকৃত প্রত্যেক অধ্যাদেশ মধ্যাংশীভূত সংসদে উপস্থাপিত হইবে এবং সংসদ দুইমর্টিত হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এই সংবিধানের ৮৭, ৮৯ ও ৯০ অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী প্রয়োজনীয় উপযোগী করণসহ পালিত হইবে।

